SEP 17 2002

কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির অভিযোগ

১শ ভাগ বেতন প্রদানের নির্বাচনী অঙ্গীকারের ব্যাপারে সরকার চুপ

কাগজ প্রতিবেদক : বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ বলেছেন, জোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের প্রায় এক বছর হয়ে গেলেও নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচনী ইশতেহারের ঘোষণা অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের শতকরা ১০০ ভাগ প্রদানের ব্যাপারে সরকার কিছুই বলছে না। এমনকি গত বাজেটেও এ খাতে কোনো বরাদ্দ রাখা হয়নি। তারা আরো বলেন, সরকারের সঙ্গে সব শিক্ষক প্রতিনিধিরা সাক্ষাৎ করার সুযোগ পায় না।

গতকাল সোমবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে 'বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (বাকবিশিস)' আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা এ কথা বলেন। বাকবিশিস নেতৃবৃন্দ বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের ৩০ শতাংশ মহার্ঘ্য ভাতা প্রদান, দুটি উৎসব ভাতা প্রদান, সরকারি কলেজের ন্যায় স্কেল অনুযায়ী বাড়ি ভাড়া প্রদান, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক পদে পদোন্নতির ব্যবস্থা রাখা, স্বতন্ত্র 'কলেজ সার্ভিস কমিশন' গঠন, বার্ষিক ইনক্রিমেন্টসহ বেতন প্রদান, চাকরি শেষে পেনশন পাওয়াসহ ১১টি দাবির কথা জানান। সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ মোঃ আবদুর রশীদ। সম্মেলনে সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান, সহসভাপতি অধ্যাপক শফিকুল মাওলাসহ অন্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। নেতৃবৃন্দ সংবাদ সম্মেলনে বলেন, বর্তমান সরকার বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের পেনশন তথা অবসর ভাতা দেবে বলে মন্ত্রিপরিষদে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু এজন্য কোনো নীতিমালা গৃহীত হয়েছে বলে জানা যায়নি।

সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ কল্যাণ ট্রাস্টের প্রবিধান অনুযায়ী শিক্ষক-কর্মচারীরা যেন, তাদের প্রকৃত পাওনা থেকে বঞ্চিত না হন এই দাবিসহ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি পদে স্থানীয় সংসদ সদস্যের প্রতিনিধিকে পরিচালনা পরিষদের সভাপতি পদে নিয়োগ সংক্রান্ত বিধান বাতিল করার দাবি জানান। সম্মেলনে বুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিরাজমান অস্থিতিশীলতা ও কিছু কিছু কলেজে অধ্যক্ষ ও শিক্ষককে চাকরির ক্ষেত্রে হয়রানির ঘটনা অনতিবিলম্বে উদার মনোভাব নিয়ে সমাধানকল্পে এগিয়ে আসার জন্য নেতৃবৃন্দ সরকারের কাছে অনুরোধ জানান।

শিক্ষক সমিতিগুলোর মধ্যে ঐক্য নেই কেন জিজ্ঞেস করা হলে নেতৃবৃন্দ বলেন, ভিন্ন মতাদর্শ এবং নেতৃত্বের সমস্যার কারণে কেউ কেউ শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়করণ করা হোক এই দাবির সঙ্গে একমত নাও হতে পারেন এবং এটাই বর্তমান সময়ের বাস্তবতা।